''মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমের ইতিবৃত্ত''

ভারতের একটি প্রাচীন তীর্থস্থান গঙ্গাসাগর । সুদীর্ঘ কাল ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেলক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী এখানে আসেন মকরসংক্রান্তিতে স্নান করে ধন্য হতে। সারা বছরই এখানে তীর্থযাত্রীরা আসেন। অথচ এই অঞ্চলের মানুষকে বেঁচেথাকতে হয় প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে। এখানে শিক্ষা এবং জীবনধারনের সুপরিকল্পিত কোন ব্যবস্থাই সেকালে ছিল না । একানকার মানুষের দুর্দশা দেখেপূর্ব মেদনীপুরেরকাঁথি রামকৃষ্ণ মিশনের এক ব্রহ্মচারী - শাশ্বতচৈতন্য (পরবর্তীকালে স্বামী ঈষ্টানন্দ মহারাজ) এগিয়ে আসেন। কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু চাষের জমি ছিল এই সাগরদ্বীপে। সেই জমিতে চাষের কাজ দেখাশোনারদায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর । তিনি এখানকার কিছু ধনীব্যক্তির কাছ থেকেঅর্থসংগ্রহ করতেন। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীগুলি স্মরণ করে এই তরুণ ব্রহ্মচারী মনসাদ্বীপের পুরুষোত্তমপুর গ্রামে গোবিন্দপ্রসাদ গায়েনেরকাছারিবাড়িতে শুরু করলেন একটি পাঠশালা । তাঁর উৎসাহ দেখেগ্রামের কর্ণাকর জানা একটি স্থায়ী বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশে ১২ কাঠা (মতান্তরে ১৪ কাঠা) জমি দান করেন। রাখাল মহারাজের (ব্রহ্মচারী শাশ্বতচৈতন্য) একনিষ্ঠ প্রচেষ্ঠা ও পরিশ্রম ঐ জমির ওপর নবনির্মিত ভবনে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত করা হল ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল । এভাবেই স্থাপিত হলো বর্তমানের বিদ্যালয়টি; সূচনা হলো মনসাদ্বীপ আশ্রমের। বিদ্যালয়ের নামকরন হলো 'মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়' এবং সেটি কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের একটি উপশাখাকেন্দরূপেপরিচালিত হতে থাকে। সেই সময় বিদ্যালয়ের ব্যায়নির্বাহের জন্য স্থানীয় মানুষদের নিকট মুষ্টিভিক্ষা করা হত । প্রসঙ্গত, কর্ণাকর জানার সেই জমির ওপর বর্তমানে আশ্রমের প্রবেশদ্বার-সংলগ্ন ডাকঘর, চিকিৎসাকেন্দ্র এবং পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র অবস্থিত । শুধুমাত্র শিক্ষাদানের কাজই নয়, রাখাল মহারাজের নানাপ্রকার ত্রাণকাজ, দুঃস্থ পীড়িতদের স্বহস্তে সেবাকাজ করতেন এবং যারা বিদ্যালয়ে আসত না তাদের এবং অসুস্থদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের খোঁজখবর নিতেন। তাঁরা এই কাজে অনুপ্রানিত হয়ে বহু মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। কেউ দিলেন জমি, কেউ অর্থ, আবার কেউ দিলেন নতুন গৃহনির্মাণের সাজ-সরণঞ্জাম ইত্যাদি ।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে পৃথকভাবে একটি বালিকা বিদ্যালয় সথাপিত হয় । ঐ সময় দূরবর্তী ছাত্রদের জন্য নির্মিত হয় একটি ছাত্রাবাস । ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়-পাঙ্গণ সম্পসারণের জন্য ৩৫৪ টাকায় কর্ণাকর জানার নিকট থেকে৫ বিঘা ১৩ কাঠা ১৫ ছটাক জমি ক্রয় করা হয় । ক্রমে আরও জমি ক্রয় করা হয় এবং শুভার্থিগণ ও বেশ কিছু জমি আশ্রমকে দান করেণ। বিস্তৃত হতে থাকে আশ্রমের কর্মপরিধি । মূলত আশ্রমের উদ্যোগেএবং স্থানীয় মানুষের উৎসাহ ও সহযোগিতা চালু হয় ডাক ও টেলিফোন যোগাযোগব্যবস্থা, বৈদ্যুতিকরণের কাজ ইত্যাদি ।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ১ জানুয়ারী 'মনসাদ্বীপ রামকরষ্ণ মিশন হাইস্কুল' সরকারি অনুমোদন-ক্রমেউচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নতী হয় । প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়টি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ২৪ পরগনা জেলা স্কুল বোর্ডেরঅনুমোদন লাভ করে। এযাবৎ কাঁথি আশ্রমের উপশাখাকেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হলেও ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দেই 'মনসাদ্বীপ রামকরষ্ণ মিশন আশ্রম' বেলুড় মঠের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শঅখাকেন্দ্র-রূপেস্বীকৃতিলাভ করে।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্যালয় উচ্চতর মাধ্যমিকের পাঠ্যসূচির দুটি শাখা খোলার সরকারি অনুমোদন লাভ করে। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর স্বামী ভূতেশানন্দ এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ - মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মন্দিরের নির্মান কাজ শেষ হলে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মাঁচ মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপন করে মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন স্বামী গহনান্দ ।

স্বামীজীর ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ একজন ব্রহ্মচারী সাগরদ্বীপের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলোক বিস্তারের উদ্দেশেএকক প্রচেষ্টায় যে-কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন- মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন অশ্রমের উদ্যোগ এবং বহু সহৃদয় মানুষের সহায়তায় সেই যজ্ঞাগ্নির অগ্নিশিখা বহুমুখী ধারায় বিস্তারলাভ করে একদা অসহায়, দরিদ্র, অশিক্ষিত, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা রোগজীর্ণ এই দ্বীপাঞ্চলের মানুষদের ক্রমে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোকেস্নাত করে এক নতুন জীবনের সন্ধান প্রদান করেছে।

বর্তমানে আজও সেই কর্মধারা ৯০ বছরের কাছাকাছি পৌঁচেছোরপৃষ্ঠায় বর্নিত বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে।

স্বামী দুর্গাত্মানন্দ

সম্পাদক

যোগাযোগেরঠিকানা ঃ	

সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
মনসাদ্বীপ, সাগরদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন নং ঃ ০৩২১০ -২২২২৬৮ (সাধুনিবাস)
২২২২৬৯ (উচ্চ বিদ্যালয়)
২২২২৭০ (আশ্রম অফিস)
ই-মেল ঃ manasadwip@rkmm.org
ওয়েবসাইট ঃ www.rkmmanasadwip.org

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' - ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রদর্শিত এই মহান আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে আপনি এই আশ্রমের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করে আসছেন। এই আর্থিক দানের জন্য আপনার নিকট আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । *উল্লিখিত সেবা ও উন্নয়ন মূলক কাজগুলি* যাতে আমরা সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতেপারি তার জন্য আমরা আবারও আপনার নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি ।
যে কোন দান উপরের ঠিকানায় এবং চেক বা ড্রাফট হলে **''রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মনসাদ্বীপ''** এই নামে পাঠাবেন । রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের নামে যে কোন দান আয়কর আইনের ৮০-জি ধারা অনুসারে আয়কর মুক্ত ।

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সাগরদ্বীপের মনসাদ্বীপে অবস্থিত **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমটি, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়মঠেরএকটি শাখা কেন্দ্র**। ১৯২৮ সালে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয় ।

৮০ বৎসরেরও অধিক এই আশ্রমটি দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষা সহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে আসছে। বর্তমানে এই আশ্রমের উল্লেখযোগ্যসেবা কাজগুলির মধ্যে ঃ-
একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত)।
আশ্রমে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য ১টি ছাত্রাবাস । ছাত্রবাসে প্রায় ১০০ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা আছে। শুধুমাত্র পঞ্চম শ্রেণি হইতে ছাত্রাবাসে থাকার ব্যবস্থা করা হয় ।
ছাত্রদের জন্য একটি জুনিয়র বেসিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ।
বালিকাদের জন্য একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় ।
এছাড়াও সাগরদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে ১০টি নিঃশুল্ক কোচিং সেন্টার (পঞ্চম থেকেঅষ্টম শ্রেণীর দরিদ্র্য, তপশিলী / আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য) । ১৪টি নিঃশুল্ক কোচিং সেন্টার (প্রথম শ্রেণী থেকেচতুর্থ শ্রেণীর দরিদ্র্য, তপশিলী / আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য) । এছাড়াও সুন্দরবনের কয়েকটি অঞ্চলের শবর ও আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি বিদ্যালয় ।
দুটি লাইব্রেরী ।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র- মহিলাদের জন্য টেলারিং, হস্তচালিত তাঁতবোনা ও অল্প শিক্ষিত গ্রামের বেকার যুবকদের হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । যথারীতি গ্রাম উন্নয়নের কাজও করা হয় ।

দাতব্য চিকিৎসালয়, সাপ্তাহিক চিকিৎসা শিবির, মাসিক বিশেষ চিকিৎসা শিবির ইত্যাদির মাধ্যমে বৎসরে আনুমানিক ৫হাজারেরও বেশি রোগীর বিনা মূলে চিকিৎসা ও ঔষধ দেওয়া হয় । এছাড়াও দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদেরচিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য করা হয় ।
স্থানীয় গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ ও পঠন-পাঠনের জন্য আর্থিক সহায়তাও করা হয় । দুঃস্থ দরিদ্র গ্রামবাসীদের ধুতি, শাড়ি, বাচ্চাদের জামা, প্যান্ট ও শীতের সময় কম্বল বিতরণ করা হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগাদিতেত্রাণকার্য্য করা হয় ।

এছাড়াও বিশেষভাবেপ্রতি বৎসর ১২ই জানুয়ারী হতে ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান ও কপিলমুনি দর্শন এবং গঙ্গাসাগর শাখাকেন্দ্রে থাকার জন্য একটি বিশেষ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয় । প্রতি বৎসর দেশেরবিভিন্ন প্রান্ত থেকেআগত প্রায় এক হাজারের বেশি তীর্থযাত্রীদের বিনা ব্যয়ে থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ।

আশ্রমে একটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরমন্দির আছে। প্রতিদিন পূজা, ধর্মগ্রন্থাদিপাঠ ও আলোচনা, সন্ধ্যারতি ও ভজন এবং ধর্মীয় ক্লাস হয় । ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দেরজন্মতিথিপূজা, উৎসবাদি ও শ্রীশ্রী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয় । আশ্রমে ভক্ত সম্মেলন, যুব সম্মেলন ছাড়াও সাগরদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মপ্রসঙ্গ ও পাঠচক্রের আয়োজন করা হয় । প্রতি বৎসর ১২ই জানুয়ারী স্বামীজীর জন্মদিনে স্থানীয় স্কুল ও কলেজেরছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গঙ্গাসাগর মেলা শিবির প্রাঙ্গণে জাতীয় যুব দিবস পালন করা হয় ।

আশ্রমে একটি অতিথী নিবাস আছে ৮টি ঘর সহ । একসঙ্গে ৪০জন ভক্ত থাকতে পরবে। অতিথী নিবাস নিবাসে থাকতে গেলেআগে থেকেই-মেল (manasadwip@rkmm.org) অথবা চিঠির মাধ্যমে জানাতে হবে। অমাদের কাছে থেকেঅনুমতি পেলেইতবে থাকতে দেওয়া হয় । অতিথী নিবাস নিবাসে থাকতে গেলে নির্দিষ্ট কোন ভাড়া লাগে না তবে ভক্তরা যে যেরকম পারেন সাহায্য করেন।

আশ্রমে একটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বেদান্ত সাহিত্য বিক্রয় কেন্দ্র আছে। এখান থেকেশ্রীশ্রী ঠাকুর, মা, স্বামীজীর জীবন ও বাণী এবং বিভিন্ন ছবি সুলভমুল্যে বিক্রয় করা হয় । এছাড়া বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে- মহিলাদেরদ্বারা হস্তচালিত তাঁতবোনা কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাতে গামছা বোনা হয়, সেই গামছাও বিক্রি করা হয় ।